একটি আদর্শ বিয়ে খুঁজে পেতে ঈসা কোথায় নির্দেশনা দিয়েছেন?

"আদিতে!" হিব্রু কিতাবের কোথায় আপনি একটি আদর্শ বিয়ে খুঁজে পাবেন? অব্রাহাম ও সারা, ইয়াকুব ও লেয়া/রাহেল/বিল্লা/সিল্লা, দায়ূদ ও বৎশেবা, শলোমন ও তাঁর ৭০০ স্ত্রী?
কালামের কোথায় আমরা আদর্শ বিয়ে খুঁজে পাবো? ঈসাকে যখন ফরিশীরা মোশির স্ত্রীকে ত্যাগপত্র দেয়া বিষয়ক অনুমোদনের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল, তখন ঈসা একটি শক্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। মথি ১৯:৪-৮ আয়াত বলে:

মূল শব্দ

মানবিন্দু

ঈসা "আদি"-র দিকে তাকালেন

"জবাবে ঈসা বললেন, "আপনারা কি পড়েন নি, সৃষ্টিকর্তা প্রথমে তাঁদের পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে সৃষ্টি করেছিলেন আর বলেছিলেন, এইজন্যই মানুষ পিতা-মাতাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সংগে এক হয়ে থাকবে আর তারা দুজন একশরীর হবে? এইজন্য তারা আর দুই নয়, কিন্তু একশরীর। তাই আল্লাহ্ যা একসংগে যোগ করেছেন মানুষ তা আলাদা না করুক।"
তখন ফরীশীরা তাঁকে বললেন, "তাহলে নবী মূসা কেন তালাক-নামা দিয়ে স্ত্রীকে তালাক দিতে হুকুম দিয়েছেন?"
ঈসা তাদের বললেন, "আপনাদের মন কঠিন বলেই স্ত্রীকে তালাক দিতে মূসা আপনাদের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু প্রথম থেকে এই রকম ছিল না।"

দুইবার ঈসা তাঁর মানবিন্দুটি প্রকাশ করেন। আদি-র পরের সমস্ত কিছু পতিত সংস্কৃতির, পাপময় পৃথিবীর প্রতিফলন। ঈসা পতনের পূর্বের প্রথম বিয়েটিকে আল্লাহ্‌র আদর্শ পরিকল্পনা হিসেবে নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদেরকে অবশ্যই প্রথম নারী পুরুষের জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ও আদেশের গুরুত্ব বুঝতে অধ্যয়ন ও ধ্যান করতে হবে। আমাদেরকে সবমসয় এই রহমত যুক্ত, শক্তিশালী সম্পর্ককে শক্তভাবে মাথায় রাখতে হবে কারণ আরো অনেক আওয়াজ তৈরি হবে আমাদেরকে প্রলোভিত করতে।

সংস্কৃতি উচ্চঃস্বরে চিৎকার করে

সম্ভবত আপনার সংস্কৃতি সহস্রাব্দ পিছনে রয়ে গেছে। আপনার সমাজে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক এতটাই বদ্ধমূল যে আল্লাহ্‌র হস্তক্ষেপ ব্যতীত আর কোন কিছুই পরিবর্তন হবে না। অথবা মিডিয়া বা বিনোদন অথবা অভিজাত বুদ্ধিজীবী নারী ও পুরুষ সম্পর্কিত আপনার সংস্কৃতির যত বিশ্বাস সবকিছুকে চ্যালেঞ্জ করে। হয়তো আপনার সংস্কৃতি হঠাৎ করেই হয়তো আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এমনকি এই বিষয়টিও অস্বীকার করছে যে পুরুষ হলো পুরুষ এবং নারী হলো নারী। আল্লাহ্‌র হস্তক্ষেপ ছাড়া আপনার সংস্কৃতির নৈতিক গঠন হয়তো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আপনি এমন একটি সমাজে রয়েছেন যা কংক্রিটের মতো, আপনাকে পিছনের দিকে টানছে অথবা তার ভিত্তি হারিয়েছে, প্রগতিশীলভাবে অযৌক্তিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কেবল আল্লাহ্‌ই আপনাকে পরিচালনা করতে পারেন। যখন সংস্কৃতি চিৎকার করে বলে,"এইটাই আসল পথ"। আপনি কার কথা শুনবেন?

ঈসার শিক্ষার বিষয়

আল্লাহ্ মূসার থেকে বড় কর্তৃত্বধর।
আল্লাহ্ মানুষকে নারী ও পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ঐক্য ও অখন্ডতার দিকে লক্ষ্য করে।
মানুষ এই জন্য বাবা মাকে ত্যাগ করে।

সৃষ্টিকর্তার আসল পরিকল্পনা প্রথমে এসেছে এবং এটি শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে।
প্রতিটি সংস্কৃতি আল্লাহ্‌র মানদন্ডের বিরুদ্ধে ভারী হবে।
কিছু বিষয়, যেমন ডিভোর্সের অস্তিত্ব আছে পাপের কারণে, আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার জন্য নয়।
কালাম বলেনি নারী অবশ্যই তার পিতামাতাকে ত্যাগ করবে।

উপসংহার

ঈসার মতো, আপনার চোখ আল্লাহ্‌র আসল উদ্দেশ্যের দিকে নিবদ্ধ রাখুন। নারী ও পুরুষ- পাশাপাশি- কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ। আল্লাহ্‌র আকাঙ্খা হলো নারী ও পুরুষ একসাথে ভালবাসবে এবং সম শক্তিতে নেতৃত্ব দেবে। তারা একসাথে আল্লাহ্‌র শান্তি, ক্ষমতা, সম্মান, ঐক্য এবং পবিত্রতা প্রদর্শন করবে।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?